রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৭ সনের ১২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৩, ২০১৭

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩১—১৪৬
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৬৭—৪০৬
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৯—৭০
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	১৭—২৭
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৭৭—২৯৬
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১৯
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) .....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) .....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) ..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) ..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) ..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

[একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]
অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৩ জানুয়ারি ২০১৭

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১৮.১৬-১০—আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক আইন, ১৯৯৫ এর ৯(১)(খ) এবং ৯(৪) ধারা অনুযায়ী জনাব মোঃ মানজুরুল আলম, সাবেক জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক-কে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক-এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০৫ জানুয়ারি ২০১৭

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২০.১৬-১৭—The Insurance Corporations Act, 1973 এর ৭(২) ও ৭(৩) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিব শেলীনা আফরোজা, পিএইচডি-কে জীবন বীমা কর্পোরেশন এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদানের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১৯.১৫-১৮—The Insurance Corporations Act, 1973 এর ৭(২) ও ৭(৩) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম, অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব ব্যাংকিং এন্ড ইন্সুরেন্স, ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্ট্যাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন. উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদানের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপ-সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২০ পৌষ ১৪২৩/০৩ জানুয়ারি ২০১৭

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০১.১২-০২—যেহেতু, জনাব মোঃ সানাউল হক (পরিচিতি নম্বর ০০১০২৮), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ:দা:), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা তৎকালীন সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে হাজির হয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে স্বহস্তে লিখিত আবেদনে স্বাক্ষর করে মেঘনা ও গোমতী সেতুর টোল আদায় সংক্রান্ত দুর্নীতির সাথে জড়িত থাকার ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আয় করার এবং ভবিষ্যতে দুর্নীতি করবেন না মর্মে শপথপূর্বক স্বীকারোক্তি প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ০২-১২-২০০৮ তারিখের ২২/১৬ সংখ্যক চালানের মাধ্যমে ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখের ০৩.০৭২.০১৭.০৪.০০.০০১.২০০৯-২৩ সংখ্যক পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে গমনকারী কর্মকর্তাদের নথিপত্র ও দলিলাদি আইন ও বিচার বিভাগ হতে সংগ্রহ করা হয়। অতপর তাঁদের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত চাওয়া হলে সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে স্বপ্রণোদিত হয়ে যাঁরা দুর্নীতির কথা স্বীকার করেছেন ও উপার্জিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছেন এবং বর্তমানে কর্মরত আছেন তাদের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে তদন্তে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করাই সমীচীন হবে বলে আইন ও বিচার বিভাগ মতামত প্রদান করে। একইভাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১২-০৪-২০০৯ তারিখের সম(বিধি-৪)-শৃং:আ:৯/২০০৯-১৪১ সংখ্যক স্মারকমূলে জানায় যে সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে মার্জনা প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করতে বা ইতোপূর্বে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা অব্যাহত এবং নিষ্পত্তি করায় কোন বাঁধা নেই; এবং

যেহেতু, তদ্প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ সানাউল হক-এর উপরোল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২(এফ) এর সংজ্ঞা ও বিধি ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির পর্যায়ভুক্ত অপরাধ হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৪/২০১২ রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, বিভাগীয় মামলা চলমান অবস্থায় জনাব মোঃ সানাউল হক বিভাগীয় মামলার বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নম্বর ৮১০/২০১২ দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট তদপ্রেক্ষিতে চলমান বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম প্রথমে ৩(তিন) মাসের জন্য Stay ঘোষণা করেন। এ প্রেক্ষাপটে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে স্থগিতাদেশের মেয়াদ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হয়। এ পরিস্থিতিতে সরকার রিট পিটিশন নম্বর ৮১০/২০১২ তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পূর্ণ শুনানীর পর একই বিষয়ে দায়েরী অন্যান্য রিট পিটিশনের সাথে মহামান্য হাইকোর্ট রিট পিটিশন নম্বর-৮১০/২০১২ তে প্রদত্ত Rule গত ৩০-০১-২০১৪ তারিখ খারিজ করে এবং প্রদত্ত Stay Vacate করে দেন অর্থাৎ সরকার মামলায় জয়লাভ করে; এবং

যেহেতু, এ অবস্থায় জনাব মোঃ সানাউল হক মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে Civil Miscellaneous Petition No. ৪৭/২০১৪ দায়ের করেন। এ প্রেক্ষিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট ৮(আট) সপ্তাহের Stay প্রদান করেন। পরবর্তীতে জনাব মোঃ সানাউল হক এর পিটিশন প্রত্যাহারের আবেদনের প্রেক্ষিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট গত ২১-১০-২০১৪ তারিখ পিটিশন প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুর করে নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করেন:

> The Civil Miscellaneous Petition is dismissed as being withdrawn at the risk of the petitioner.; এবং

যেহেতু, এ পরিস্থিতিতে জনাব মোঃ সানাউল হক-এর বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৪/২০১২ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়। তদপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার জবাব ২৪-১১-২০১৪ তারিখে দাখিল করেন। তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী গত ৩১-১২-২০১৪ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীর সময় প্রদত্ত জবানবন্দি পর্যালোচনা করে গুরুদণ্ড প্রদানের অনুকূলে পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় গত ১২-০১-২০১৫ তারিখ তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে অসদাচরণ এবং দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক গত ১৭-০২-২০১৫ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তদ্প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ সানাউল হক-কে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে গত ১৬-০৩-২০১৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি গত ৩০-০৩-২০১৫ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। অন্যদিকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী অসদাচরণের জন্য যে কোন দণ্ড [বিধি-৪(৫)(সি)] এবং দুর্নীতির জন্য নিম্নোক্ত যে কোন একটি গুরুদণ্ড প্রদানের বিধান রয়েছে [বিধি-৪(৫)(ই)]:

- বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory retirement);
- চাকরি হইতে অপসারণ (Removal from service);
- চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service); এবং

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার তদন্তে উভয় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এবং সার্বিক বিবেচনায় তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসরদান (compulsory retirement) এর গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। জনাব মোঃ সানাউল হক-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(বি) মোতাবেক বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory retirement) এর গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর ৬ নম্বর রেগুলেশনের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়কে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়; এবং

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় ২১-০৭-২০১৬ তারিখের ৮০.১০১.০৩৪.০০.০০.০৭.২০১৬-২৩০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ:দা:), জনাব মোঃ সানাউল হক, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(বি) বিধি মোতাবেক বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory retirement) প্রস্তাবের সাথে কমিশন একমত পোষণ করে; এবং

সেহেতু, জনাব মোঃ সানাউল হক (পরিচিতি নম্বর ০০১০২৮), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ:দা:), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণতার" অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ৪(৩)(বি) মোতাবেক "বাধ্যতামূলক অবসরদান" (Compulsory retirement) গুরুদণ্ড আরোপের মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের নিমিত্ত সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে সার-সংক্ষেপটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় উৎসে ফেরত প্রদান করা হয়; এবং

সেহেতু, এক্ষণে, জনাব মোঃ সানাউল হক (পরিচিতি নম্বর ০০১০২৮), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ:দা:), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৪/২০১২ নথিভুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০৩৭.১১-০৩—যেহেতু, খন্দকার গোলাম মোস্তফা (পরিচিতি নম্বর ০০৫৪০১), নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা তৎকালীন সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে হাজির হয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে স্বহস্তে লিখিত আবেদনে স্বাক্ষর করে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ/সম্পত্তির মালিক হওয়া, দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আয় করার এবং ভবিষ্যতে দুর্নীতি করবেন না মর্মে শপথপূর্বক স্বীকারোক্তি প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ০৩-১১-২০০৮ তারিখের ২১৩ নম্বর চালানের মাধ্যমে ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখের ০৩.০৭২.০১৭.০৪.০০.০০১.২০০৯-২৩ সংখ্যক পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে গমনকারী কর্মকর্তাদের নথিপত্র ও দলিলাদি আইন ও বিচার বিভাগ হতে সংগ্রহ করা হয়। অতপর তাঁদের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত চাওয়া হলে সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে স্বপ্রণোদিত হয়ে যাঁরা দুর্নীতির কথা স্বীকার করেছেন ও উপার্জিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছেন এবং বর্তমানে কর্মরত আছেন তাদের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে তদন্তে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করাই সমীচীন হবে বলে আইন ও বিচার বিভাগ মতামত প্রদান করে। একইভাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১২-০৪-২০০৯ তারিখের সম(বিধি-৪)-শৃং:আ:৯/২০০৯-১৪১ সংখ্যক স্মারকমূলে জানায় যে সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে মার্জনা প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করতে বা ইতোপূর্বে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা অব্যাহত এবং নিষ্পত্তি করায় কোন বাঁধা নেই; এবং

যেহেতু, তদ্প্রেক্ষিতে খন্দকার গোলাম মোস্তফা-এর উপরোল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২(এফ) এর সংজ্ঞা ও বিধি ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির পর্যায়ভুক্ত অপরাধ হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, বিভাগীয় মামলা চলমান অবস্থায় খন্দকার গোলাম মোস্তফা বিভাগীয় মামলার বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নম্বর ৮১৩/২০১২ দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট তদপ্রেক্ষিতে চলমান বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম প্রথমে ৩(তিন) মাসের জন্য Stay ঘোষণা করেন। এ প্রেক্ষাপটে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে স্থগিতাদেশের মেয়াদ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হয়। এ পরিস্থিতিতে সরকার রিট পিটিশন নম্বর ৮১৩/২০১২ তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পূর্ণ শুনানীর পর একই বিষয়ে দায়েরী অন্যান্য রিট পিটিশনের সাথে মহামান্য হাইকোর্ট রিট পিটিশন নম্বর-৮১৩/২০১২ তে প্রদত্ত Rule গত ৩০-০১-২০১৪ তারিখ খারিজ করে এবং প্রদত্ত Stay Vacate করে দেন অর্থাৎ সরকার মামলায় জয়লাভ করে। এ অবস্থায় খন্দকার গোলাম মোস্তফা মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে Civil Miscellaneous Petition No. ৪৮/২০১৪ দায়ের করেন। এ প্রেক্ষিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট ৮(আট) সপ্তাহের Stay প্রদান করেন। পরবর্তীতে খন্দকার গোলাম মোস্তফা এর পিটিশন প্রত্যাহারের আবেদনের প্রেক্ষিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট গত ২১-১০-২০১৪ তারিখ পিটিশন প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুর করে নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করেন:

> The Civil Miscellaneous Petition is dismissed as being withdrawn at the risk of the petitioner.; এবং

যেহেতু, এ পরিস্থিতিতে জনাব খন্দকার গোলাম মোস্তফা-এর বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়। তদপ্রেক্ষিতে তিনি ২৪-১১-২০১৪ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার জবাব দাখিল করেন। তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী গত ৩১-১২-২০১৪ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীর সময় প্রদত্ত জবানবন্দি পর্যালোচনা করে গুরুদণ্ড প্রদানের অনুকূলে পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় গত ১২-০১-২০১৫ তারিখ তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে অসদাচরণ এবং দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক গত ১৭-০২-২০১৫ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তদ্প্রেক্ষিতে খন্দকার গোলাম মোস্তফা-কে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে গত ১৬-০৩-২০১৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি গত ৩০-০৩-২০১৫ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। অন্যদিকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী অসদাচরণের জন্য যে কোন দণ্ড [বিধি-৪(৫)(সি)] এবং দুর্নীতির জন্য নিম্নোক্ত যে কোন একটি গুরুদণ্ড প্রদানের বিধান রয়েছে [বিধি-৪(৫)(ই)]:

- বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory retirement);
- চাকরি হইতে অপসারণ (Removal from service);
- চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service); এবং

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার তদন্তে উভয় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এবং সার্বিক বিবেচনায় তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসরদান (compulsory retirement) এর গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। খন্দকার গোলাম মোস্তফা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(বি) মোতাবেক বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory retirement) এর গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর ৬ নম্বর রেগুলেশনের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়কে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়; এবং

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় ২১-০৭-২০১৬ তারিখের ৮০.১০১.০৩৪.০০.০০.০৭.২০১৬-২৩১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের খন্দকার গোলাম মোস্তফা, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(বি) বিধি মোতাবেক বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory retirement) প্রস্তাবের সাথে কমিশন একমত পোষণ করে; এবং

যেহেতু, খন্দকার গোলাম মোস্তফা, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণতার" অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ৪(৩)(বি) মোতাবেক "বাধ্যতামূলক অবসরদান" (Compulsory retirement) গুরুদণ্ড আরোপে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের নিমিত্ত সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে সার-সংক্ষেপটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় উৎসে ফেরত প্রদান করা হয়; এবং

সেহেতু, এক্ষণে, খন্দকার গোলাম মোস্তফা, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি নথিভুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ পৌষ ১৪২৩/০৪ জানুয়ারি ২০১৭

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০২৭.১১২.১৪/৯(১)—১৯৬৮ ইং সালের (১৯৭৬ ইং সালে সংশোধিত) প্রত্নসম্পদ আইনের ১০ ধারা (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসীলভুক্ত প্রত্নসম্পদ সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ বলিয়া ঘোষণা করা হলো।

ক্রমিক নং	প্রত্নসম্পদের নাম, অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দী	মালিকানার পূর্ণ বিবরণ	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা?	মন্তব্য
		মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নং					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	ইলা মিত্রের বাড়ি গ্রাম-বাগুটিয়া (রায়পাড়া) উপজেলা-শৈলকূপা জেলা-ঝিনাইদহ	১৬৬ নং বাগুটিয়া	এস এ ৫০১	২৩৮৩ ২৩৮৪ ২৩৮৫ ২৩৮৭ ২৩৮৯	০.০৩ ০.০৫ ০.০২ ০.০৭ ০.০৫	উত্তরে-প্রভাস মিত্রের বাড়ি। দক্ষিণে-পুকুর ও কিয়ামুদ্দিনের বাড়ি। পূর্বে-ইয়াসিনের বাড়ি পশ্চিমে-আলী হোসেন, জাহাঙ্গীর ও রশিদের বাড়ি।	এসএ ৫০১ নং খতিয়ানের রেকর্ডীয় মালিক ০১। প্রভাস চন্দ্র ঘোষ ০২। সুধির রঞ্জন ঘোষ ০৩। কুমুদ বন্ধু ঘোষ, পিতা: মেঘনাদ ঘোষ ০৪। সুধাংশু কুমার পাল, পিতা: সতীশ চন্দ্রপাল ০৫। জগৎ বন্ধু পাল ০৬। সুরঞ্জন পাল, পিতা: পূর্ণ চন্দ্র পাল সাং-যদু বয়ড়া, থানা কুমারখালী, কুষ্টিয়া ০৭। সুশান্ত কুমার পাল, পিতা: টুনা রায় পাল, সাং-যদু বয়ড়া ০৮। সরজিনী ঘোষ, পিতা: কিশোরী লাল ঘোষ ০৯। নৃপেন্দ্র নাথ সেন, পিতা: নগেন্দ্রনাথ সেন, বাগুটিয়া। ২৩-০৯-৭০ তারিখের ১৩৯৮৮ নং বিনিময় দলিলে মূলে জনাব খোদা বক্স শেখ, পিতা মৃত বেরু শেখ এই জমি প্রাপ্ত হয়। চলমান আর এস জরিপে বর্ণিত জমি ১৫৭ নং ডিপি খতিয়ানে ০১। আলী হাসান ০২। জাহাঙ্গীর আলম ০৩। আব্দুর রশিদ ০৪। রাশিদুল ইসলাম পিং কিয়ামাদ্দিন সাং-বাগুটিয়া এর নামের রেকর্ড।	সম্মত নহে। কারণ বর্তমান ভোগ দখলকারী আলী হোসেন পিং ১৩৯৮৮/৭০ নং বিনিময় দলিলের গ্রহীতা খোদা বক্স শেখের নিকট থেকে খরিদকৃত ১৪১২৩/৭০ নং কবলা দলিলের গ্রহীতা কিয়ামউদ্দিন বিশ্বাস তদীয় ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে বর্ণিত বাড়িতে বসবাস করছেন।	ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায় বিধি অনুসরণ পূর্বক বাড়িটি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জিয়াউদ্দিন ভূঁঞা
সহকারী সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ পৌষ ১৪২৩ বঃ/০৫ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৩৬.০৮২.০২৪.০৭.১১.০৪২.২০১০(অংশ-৩).০২— পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ০৯-০২-২০১৬ তারিখের ২০.৮০৪.০২২.০০.০০৬. ২০১০/০৪ নং পরিপত্র অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠু ও যথাযথ বাস্তবায়নে যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের নিমিত্ত নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো:

সভাপতি

১। সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা

৩। প্রধান যুগ্ম-প্রধান, শিল্প মন্ত্রণালয়

৪। পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি

৫। আইএমই বিভাগের প্রতিনিধি

৬। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি

৭। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি

৮। ইআরডি'র প্রতিনিধি*

সদস্য-সচিব

৯। উপ-প্রধান, শিল্প মন্ত্রণালয়

* বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে

কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) কমিটি প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি বা তদূর্ধ্ব (সরকারি অর্থায়নে বিনিয়োগ/ কারিগরী সহায়তা ও নিজস্ব অর্থায়ন) হলে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক সংযুক্ত ছক অনুযায়ী পেশকৃত ন্যূনতম ৩ জন সম্ভাব্য প্রকল্প পরিচালকের বৃত্তান্ত বিবেচনা করবে।

(খ) কমিটি প্রকল্প পরিচালক নির্বাচনের জন্য মানদণ্ড (যেমন-শিক্ষাগত যোগ্যতা, কর্ম অভিজ্ঞতা, প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) বিবেচনা করবে।

(গ) কমিটি পরিপত্রের বিধানাবলীর আলোকে পূর্ববর্তী উপ-অনুচ্ছেদ 'খ' তে বর্ণিত মানদণ্ড এবং সম্ভাব্য প্রকল্প পরিচালকদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের সুপারিশ করবে।

(ঘ) ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার নিম্নে প্রকল্প পরিচালক (পূর্ণকালীন/খণ্ডকালীন) নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনার জন্য প্রয়োজনে এ কমিটির সহায়তা গ্রহণ করতে পারে।

(ঙ) প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত যে সব কর্মকর্তার চাকুরীর মেয়াদ থাকবে না, সে সব কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না।

(চ) জনস্বার্থে একান্ত অপরিহার্য না হলে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে নিয়োজিত প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত, অভিজ্ঞ কর্মকর্তা/প্রকল্প পরিচালককে অন্যত্র বদলী পরিহার করতে হবে। তবে পদোন্নতি অথবা শাস্তিপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না। পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করে প্রকল্প সমাপন পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালকের পদে বহাল রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

(ছ) কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(জ) সংশ্লিষ্ট শাখা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ নাজমুল হক
সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৫ পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০৮ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৩৬.২৭.০৭৫.১৫.০৮—জনাব কবির আহাম্মদ, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস,, ইটনা, কিশোরগঞ্জ-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক চাকরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from service) গুরুদণ্ড প্রদান করা হল।

২। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১২(২) অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক করুণাবশত প্রদত্ত কোন আদেশ ব্যতীত চাকরি হতে অপসারিত বা বরখাস্তকৃত কোন সরকারি কর্মচারী কোন ক্ষতিপূরণ পেনশন, আনুতোষিক অথবা অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে সরকারের চাঁদা হতে উদ্ভূত সুবিধাদি পাবেন না।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মেছবাহ উল আলম
সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত হবে]
অধিশাখা-২ (মাঠ প্রশাসন)

আদেশ

তারিখ, ২৪ নভেম্বর ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৬.১১.১৫৭.১২.৮২০—নির্দেশিত হয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৩০-০৫-২০১৩ তারিখের ০৪.০০.০০০০.২১২. ০৬.০০১.২০১৩-৬৫(১) নং প্রজ্ঞাপনে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর ১০৮তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৪-০১-২০১৫ তারিখের ০৫.১৫৬.০১৫.০৩.০০.০০৫.২০১৪-১৪ নং স্মারক, অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-২ এর ২১-০৩-২০১৬ তারিখের অম/অবি/ব্যনি-২/ভূমি-০১/অংশ-১/২০১২/১৮৪ নং স্মারক, অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন-১ শাখার ২০-০৬-২০১৬ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬১.৩১.০০৬.১২-১৩৯ নং স্মারকে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৬-১০-২০১৬ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০১৬.১৬-৪১৪ স্মারকে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২০ আশ্বিন ১৪২৩/০৫ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের ১৬শ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন নাটোর জেলার নলডাঙ্গা উপজেলা ভূমি অফিসের জন্য নিম্নরূপ বিভিন্ন শ্রেণির ১১(এগার)টি পদ ৩১-০৫-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনের সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি:

ক্রমিক নং	পদের নাম ও সংখ্যা	অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতনগ্রেড/সাকুল্য বেতন (জাঃবেঃস্কেলঃ ২০১৫)		নিয়োগ যোগ্যতার শর্ত/ভিত্তি
১	কানুনগো ০১(এক)টি	টাঃ ১৬০০০—৩৮৬৪০/- (গ্রেড-১০)		নিয়োগ যোগ্যতাঃ অর্থ বিভাগের ১৪-০১-২০১০ তারিখের অম/অবি(বাস্ত-১)/ভূমি-১৮/২০০৬/১৪ নং স্মারকের শর্ত অনুযায়ী পদ পূরণযোগ্য।
২	সার্ভেয়ার ০১(এক)টি	টাঃ ১০২০০—২৪৬৮০/- (গ্রেড-১৪)		নিয়োগের যোগ্যতাঃ ভূমি হুকুম দখল অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯০ অনুযায়ী পদ পূরণযোগ্য।
৩	হেড এসিসটেন্ট কাম-একাউনট্যান্ট ০১(এক)টি	টাঃ ৯৩০০—২২৪৯০/- (গ্রেড-১৬)		নিয়োগ যোগ্যতাঃ The Recruitment Rules for the Upazila Revenue Officers and Staff (Managment Side) Rules, 1985 অনুযায়ী পদ পূরণযোগ্য।
৪	নাজির-কাম-ক্যাশিয়ার ০১(এক)টি	টাঃ ৯৩০০—২২৪৯০/- (গ্রেড-১৬)		
৫	সার্টিফিকেট পেশকার ০১(এক)টি	টাঃ ৯৩০০—২২৪৯০/- (গ্রেড-১৬)		
৬	সার্টিফিকেট সহকারী ০১(এক)টি	টাঃ ৯৩০০—২২৪৯০/- (গ্রেড-১৬)		
৭	ক্রেডিট চেকিং-কাম-সায়রাত সহকারী ০১(এক)টি	টাঃ ৯৩০০—২২৪৯০/- (গ্রেড-১৬)		
আউট সোর্সিংঃ				
৮	প্রসেস সার্ভার-০১(এক)টি	টাঃ ১১,৮৫০/-(সাকুল্য) (০১-০৭-২০১৫ হতে ৩০-৬-২০১৬ পর্যন্ত প্রদেয়)	টাঃ ১৫,২০০/-(সাকুল্য) (০১-০৭-২০১৬ হতে প্রদেয়)	আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী পদ পূরণযোগ্য
৯	অফিস সহায়ক-০১(এক)টি	টাঃ ১১,৬০০/-(সাকুল্য) (০১-০৭-২০১৫ হতে ৩০-৬-২০১৬ পর্যন্ত প্রদেয়)	টাঃ ১৪,৯৫০/-(সাকুল্য) (০১-০৭-২০১৬ হতে প্রদেয়)	
১০	চেইনম্যান-০১(এক)টি			
১১	নিরাপত্তা প্রহরী-০১(এক)টি			

২। ইহাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর সদয় সম্মতি রয়েছে।

৩। সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জি,ও জারি করা হলো।

মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০২ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৫.১৫.০১—মাগুড়া জেলার মাগুড়া সদর থানার সাধারণ ডায়েরী নং-১৩৫৭ তারিখ ২৩-১২-২০১৬ খ্রিঃ মোতাবেক সকাল অনুমান ১০.০০ ঘটিকার সময় অত্র থানাধীন দড়ি মাগুড়া কারিগরপাড়া গ্রামস্থ আলামিন এতিমখানা ও আল আমিন ট্রাস্ট এর অফিস কক্ষ থেকে গোপন বৈঠকরত অবস্থায় জামায়াত এবং শিবিরের উপজেলা, পৌরসভা ও ওয়ার্ড কমিটির বিভিন্ন স্তরের নেতা ও কর্মী সর্বমোট ১৪ জন গ্রেফতার এবং ১৫-২০ জন পালিয়ে যায়। আসামীগণ সরকার বিরোধী বক্তব্য সম্বলিত বই, জিহাদী বই, ক্যালেন্ডার, মতিউর রহমান নিজামী এবং আলী আহসান মুজাহিদের ফাঁসি সংক্রান্ত সরকার ও সরকার কর্তৃক গঠিত আন্তজার্তিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, ঘৃনা অবজ্ঞা, ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহমূলক বইপত্র ইত্যাদি তাদের নিয়ন্ত্রণে রেখে বর্তমান আইন বলে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে দাঁড় করায়ে সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করার অপরাধ করেছে, যা দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ১২০-বি/১২৪-এ ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধ। এ প্রেক্ষিতে দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ১২০-বি/১২৪-এ ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মমতাজ উদ্দিন
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ

নং স্বাপকম/জনস্বাস্থ্য-১/ঔষধ-৪১/২০০৮(অংশ-৩)-৯০৩—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের গত ১৩-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখের জনস্বাস্থ্য-১/ঔষধ-৪১/২০০৮/১৭২ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে হার্বাল ঔষধসমূহের আবেদন মূল্যায়ন ও নিবন্ধনের লক্ষ্যে গঠিত হার্বাল ঔষধ এডভাইজরি কমিটি নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো:

সভাপতি

১. মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

২. চেয়ারম্যান, বি সি এস আই আর, ঢাকা

৩. চেয়ারম্যান, ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগ, ফার্মেসী অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪. চেয়ারম্যান, ঔষধ প্রযুক্তি বিভাগ, ফার্মেসী অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৫. চেয়ারম্যান, ফার্মাকোলজি বিভাগ, বি এস এম এম ইউ, শাহবাগ, ঢাকা

৬. যুগ্মসচিব (জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

৭. অধ্যাপক ড. মমতাজ বেগম, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৮. প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

৯. সহকারী অধ্যাপক, সরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মিরপুর-১৩, ঢাকা

১০. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি, ঢাকা

১১. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী এন্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস অব মেডিসিন, ইন্দিরা রোড, ঢাকা

সদস্য-সচিব

১২. উপ-পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বীকৃতি, প্রচলিত ও ব্যবহৃত হার্বাল ঔষধ বাংলাদেশে আমদানি, উৎপাদন ও বাজারজাতের নিমিত্তে নিবন্ধনের আবেদনসমূহে উল্লিখিত ঔষধের নিরাপত্তা, কার্যকারিতা এবং উপযোগিতা মূল্যায়ন এবং সুপারিশ প্রদান;

(খ) হার্বাল ঔষধ এডভাইজরি কমিটির সুপারিশ ঔষধ নিয়ন্ত্রণ কমিটির অনুমোদন গ্রহণের পরিবর্তে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর করতে হবে।

(গ) হার্বাল ফার্মাকোপিয়া প্রণয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

গৌতম কুমার
উপসচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/৮ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০১৫.১৪-১২—যেহেতু, জনাব মির্জা মাহাবুব মোর্শেদ (পরিচিতি নং-১১২৭২), অবসরপ্রাপ্ত সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধির বিধান মোতাবেক সাঁট মুদ্রাক্ষরিক পদের নিয়োগ যোগ্যতা এইচ. এস. সি. পাশ হওয়া সত্ত্বেও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচ.এস.সি.) পাশের জাল সনদপত্র দাখিল করে ২৯-০৫-১৯৭৫ তারিখে সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর (সাবেক সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক) পদে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক গত ১৬-০৭-২০১৪ তারিখের ২৬৮২/পনি/ডোপ/১৪

নং স্মারকে "ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সংরক্ষিত রেকর্ডের সাথে যাচাই করে যথাযথ পাওয়া যায় নি এবং সনদটি ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে ইস্যুকৃত নয়" মর্মে নিশ্চিত করা হয়। উক্ত জাল সনদের ভিত্তিতেই পরবর্তীতে তিনি সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর (সাবেক সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক) পদ থেকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সাবেক শাখা সহকারী) পদে গত ১১-০৩-১৯৯১ তারিখে এবং একইভাবে প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সাবেক শাখা সহকারী) পদ থেকে সহকারী সচিব পদে ০১-১১-২০১২ তারিখে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হন। উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচ.এস.সি.) পাশের জাল সনদপত্র ব্যবহার করে অসৎ উদ্দেশ্যে জালিয়াতির মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে প্রবেশপূর্বক বিভিন্ন ধাপে পদোন্নতি গ্রহণ করার মাধ্যমে সরকারি কোষাগার হতে বেতন-ভাতাদি গ্রহণ ও উত্তোলন করে তিনি সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধন করেছেন। তার এহেন কার্যকলাপ প্রাথমিক তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে গত ০৯-০৪-২০১৫ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০১৫.১৪.১৭৪ নং স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শাতে বলা হয় এবং তিনি একইসাথে ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৬-০৪-২০১৫ তারিখ কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন। তার জবাব বিবেচনান্তে এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানিতে ইচ্ছুক না হওয়ায় প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে আনীত অভিযোগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের পূর্বে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য গত ০৭-০৬-২০১৫ তারিখ ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০১৫.১৪.২৪৬ নং স্মারকমূলে বেগম আলিয়া মেহের, সিনিয়র সহকারী সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে উক্ত মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

০৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ০৭-০৮-২০১৬ তারিখ তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে চূড়ান্ত মতামত প্রদান করেন;

০৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্ত কর্মকর্তার প্রদত্ত জবাব, প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র এবং সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সাঁট মুদ্রাক্ষরিক পদের নিয়োগ যোগ্যতা এইচ.এস.সি. পাশ হওয়া সত্ত্বেও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচ.এস.সি.) পাশের জাল সদনপত্র দাখিল করে ২৯-০৫-১৯৭৫ তারিখে সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর (সাবেক সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক) পদে সরকারি চাকরিতে যোগদান করার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ জনাব মির্জা মাহাবুব মোর্শেদ-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

০৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ইতোমধ্যে গত ৩১-০১-২০১৬ তারিখ অবসরে গমন করেছেন বিধায় বি.এস.আর. পার্ট-১ এর ২৪৭ বিধি অনুযায়ী অভিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রতারণার কারণে সরকারের আর্থিক ক্ষতির সম্পূর্ণ অর্থাৎ তার বেতন-ভাতা বাবদ এ যাবৎকালের গৃহীত অর্থ তার পেনশন হতে আদায়ের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বি.এস.আর. পার্ট-১ এর ২৪৭ বিধি অনুযায়ী আদেশ চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতি বরাবর প্রেরণ করা হলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি উক্ত প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করেন;

০৬। সেহেতু, অবসরপ্রাপ্ত অভিযুক্ত কর্মকর্তা, জনাব মির্জা মাহাবুব মোর্শেদ (পরিচিতি নং-১১২৭২)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর প্রমাণিত অভিযোগে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে বি.এস.আর. পার্ট-১ এর ২৪৭ বিধি এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(ডি) বিধি অনুযায়ী তার "প্রতারণার কারণে সংঘটিত সরকারের আর্থিক ক্ষতির সমুদয় অর্থ তার বেতন বা আনুতোষিক হতে আদায়করণের (recovery from pay or gratuity of the whole of pecuniary loss caused to Government by breach)" অর্থাৎ জনাব মির্জা মাহাবুব মোর্শেদ কর্তৃক জাল সনদ দাখিলপূর্বক প্রতারণার মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে যোগদান করে বেতন-ভাতা বাবদ এ পর্যন্ত গৃহীত ৬০,৮৭,৪২৫ (ষাট লক্ষ সাতাশি হাজার চারশত পঁচিশ) টাকা এবং পরবর্তীতে অন্য কোন পাওনা বা আর্থিক ক্ষতির তথ্য উদঘাটিত হলে উক্ত অর্থসহ সরকারের ক্ষতির সম্পূর্ণ অর্থ তার বেতন বা আনুতোষিক হতে আদায়করণের আদেশ প্রদান করা হল।

০৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

আদেশাবলী

তারিখ : ২৮ পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১১ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ১১(২৮)শুঃভঃপ্রঃ-৩/২০০৮/১৬—যেহেতু, জনাব জি এম শাহজাহান, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত), কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর অধীন কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ফেনী বিভাগীয় দপ্তরে কর্মরত থাকাকালীন ২০-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অবৈধভাবে ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকা উৎকোচ গ্রহণকালে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হাতেনাতে ধৃত হবার পর তার দেহ তল্লাশী করে আরো ৩১,২০০ (একত্রিশ হাজার দুইশত) টাকা পাওয়া যায়, যার উৎস সম্পর্কে তিনি কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা প্রণয়ন করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী ২৪-১২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ১১(২৮)শুঃভঃপ্রঃ-৩/২০০৮/৬৯৬ নং স্মারকমূলে তাকে লিখিতভাবে জবাব দাখিল করতে বলা হয় এবং উক্ত লিখিত জবাব দাখিল করার সময় তিনি ব্যক্তিগত শুনানী প্রদানে আগ্রহী কিনা তাও উল্লেখ করতে বলা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত অভিযোগনামার প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব জি এম শাহজাহান ২৪-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানী প্রদানের আবেদন জানান

এবং সে প্রেক্ষিতে ০৩-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত জবাব ও শুনানী সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৭-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ১১(২৮)শুঃভঃপ্রঃ-৩/২০০৮/১২১ নং স্মারকমূলে জনাব মোঃ সামছুল ইসলাম, যুগ্ম কমিশনার (চলতি দায়িত্ব), কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলাটি তদন্তপূর্বক ১৭-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ২য়/২৯-গোপনীয়/প্রশাসন/২০১২ নং স্মারকের মাধ্যমে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব জি এম শাহজাহানকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব জি এম শাহজাহান এর বিরুদ্ধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ০৯-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ১১(২৮)শুঃভঃপ্রঃ-৩/২০০৮/৬১০ নং স্মারকমূলে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চান কিনা তাও জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব জি এম শাহজাহান ১০-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন ও ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং প্রদত্ত জবাবের উপর ১৮-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ও ২৯-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত জবাব ও শুনানীতে অভিযুক্তের বক্তব্য সন্তেষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে উক্ত বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী 'চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৩-০৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ১১(২৮) শুঃভঃপ্রঃ-৩/২০০৮/৪০২ নং এবং ২২-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ১১(২৮)শুঃভঃপ্রঃ-৩/২০০৮/৫০৫ নং স্মারকমূলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে অনুরোধ করা হলে কর্ম কমিশন ২৭-১১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৮০.১০৪.০৩৪.০০.০০.০০১.২০১৬/৩০৫ নং স্মারকমূলে জনাব জি এম শাহজাহান, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত) কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী 'চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

সেহেতু, জনাব জি এম শাহজাহান, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত) কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী 'চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ১১(২৮)শুঃভঃপ্রঃ-৩/২০০৮/১৭—যেহেতু, জনাব গোলামুর রহমান, রাজস্ব কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) (সাময়িক বরখাস্ত), কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর অধীন কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ফেনী বিভাগীয় দপ্তরে কর্মরত থাকাকালীন ২০-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তার অফিস কক্ষে ৬০,০০০/-(ষাট হাজার) টাকা উৎকোচ গ্রহণকালে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হাতেনাতে ধৃত হবার পর তাকে তল্লাশী করে আরো ১৬,২০০/- (ষোল হাজার দুইশত) টাকা পাওয়া যায়, যার উৎস সম্পর্কে তিনি কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা প্রণয়ন করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী ১১-০১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ৮(২৩)শুঃভঃপ্রঃ-১/২০০৮/২৮ নং স্মারকমূলে তাকে লিখিতভাবে জনাব দাখিল করতে বলা হয় এবং উক্ত লিখিত জবাব দাখিল করার সময় তিনি ব্যক্তিগত শুনানী প্রদানে আগ্রহী কিনা তাও উল্লেখ করতে বলা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত অভিযোগনামার প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব গোলামুর রহমান ০৯-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানী প্রদানের আবেদন জানান এবং সে প্রেক্ষিতে ০৩-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত জবাব ও শুনানী সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৭-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৮(২৩)শুঃভঃপ্রঃ-১/২০০৮/১২০ নং স্মারকমূলে জনাব মোঃ সামছুল ইসলাম, যুগ্ম কমিশনার (চলতি দায়িত্ব), কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলাটি তদন্তপূর্বক ১৭-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ২য়/২৯-গোপনীয়/প্রশাসন/২০১২ নং স্মারকের মাধ্যমে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব গোলামুর রহমানকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব গোলামুর রহমান এর বিরুদ্ধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ০৯-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ১১(২৮)শুঃভঃপ্রঃ-৩/২০০৮/৬০৯ নং স্মারকমূলে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চান কিনা তাও জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব গোলামুর রহমান ১০-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন ও ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং প্রদত্ত জবাবের উপর ১৮-১১-২০১৫ খ্রিঃ ও ২৯-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত জবাব ও শুনানীতে অভিযুক্তের বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধিতে বর্ণিত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে উক্ত বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী 'চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)' গুরুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৩-০৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ১১(২৮)শুঃভঃপ্রঃ-৩/২০০৮/৪০১ নং

ও ২২-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ১১(২৮) শুঃভঃপ্রঃ-৩/২০০৮/৫০৪ নং স্মারকমূলে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনকে অনুরোধ করা হলে কর্মকমিশন ২৭-১১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৮০.১০৪.০৩৪.০০.০০.০০২.২০১৬/৩০৪ নং স্মারকমূলে জনাব গোলামুর রহমান, রাজস্ব কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) (সাময়িক বরখাস্ত) কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী 'চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)' গুরুদণ্ড প্রদানের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে;

সেহেতু, জনাব গোলামুর রহমান, রাজস্ব কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) (সাময়িক বরখাস্ত) কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী 'চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ১১(১)শুঃভঃপ্রঃ-৩/২০১০/১৮—যেহেতু, জনাব মোঃ মজিবুর রহমান সরকার, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত), হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে (পূর্বের জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর) অবস্থিত মূল্যবান গুদামে গুদাম কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় অবৈধভাবে স্বর্ণবার/স্বর্ণের চেইন/স্বর্ণের অলংকার গুদাম হতে সরানো অভিযোগে তার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা প্রণয়ন করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী ০৮ নভেম্বর, ২০১০ খ্রিঃ তারিখে ১১(১) শুঃভঃপ্রঃ-৩/২০১০/৫১৫ নং স্মারকমূলে তাকে লিখিতভাবে জবাব দাখিল করতে বলা হয় এবং উক্ত লিখিত জবাব দাখিল করার সময় তিনি ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হতে ইচ্ছুক কিনা তাও উল্লেখ করতে বলা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মজিবুর রহমান সরকার ২৪-০১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সে প্রেক্ষিতে ০৯-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত জবাব ও শুনানী সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ০১ জুলাই, ২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ১১(১)শুঃভঃপ্রঃ-৩/২০১০/২০৯ নং স্মারকমূলে জনাব কে. এম অহিদুল আলম, অতিরিক্ত কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকাকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলাটি তদন্তপূর্বক ১৮-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ২য়/২০(১)-জনপ্রশাসন/অভিযোগ তদন্ত/২০১৫/১৫৮৩ নং স্মারকমূলে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনে তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীতে আনীত সকল অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মজিবুর রহমান সরকারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী 'দুর্নীতি' এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে গুরুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২১-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ১১(১)শুঃভঃপ্রঃ-৩/২০১০/৬১৬ নং স্মারকমূলে তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চান কি-না তাও জানানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মজিবুর রহমান সরকার ০৪-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন ও ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং প্রদত্ত জবাবের উপর ১৮-১১-২০১৫ খ্রিঃ ও ০৩-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত জবাব ও শুনানীতে অভিযুক্তের বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিতে বর্ণিত 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে উক্ত বিধিমালার বিধি ৪(৩)(বি) অনুযায়ী তাকে চাকুরী হতে 'বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory Retirement)' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৬-০৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ১১(১) শুঃভঃপ্রঃ-৩/২০১০/৩০৫ নং এবং ২৪-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ১১(১) শুঃভঃপ্রঃ-৩/২০১০/৫০৮ নং স্মারকমূলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে অনুরোধ করা হলে কর্ম কমিশন ২৮-১১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৮০.১০৪.০৩৪.০০.০০.০০৪.২০১৬/৩১১ নং স্মারকমূলে জনাব মোঃ মজিবুর রহমান সরকার, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত) কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(বি) অনুযায়ী চাকুরী হতে 'বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory Retirement)' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে;

সেহেতু, জনাব মোঃ মজিবুর রহমান সরকার, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত) কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(বি) অনুযায়ী চাকুরী হতে 'বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory Retirement)' গুরুদণ্ড প্রদানের করা হলো।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ নজিবুর রহমান
চেয়ারম্যান।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৯ পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১২ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ০২/২০১৭/শুল্ক/০১।—The Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আখাউড়া স্থল শুল্ক স্টেশনে অবস্থিত মেসার্স বেলাজিও লিমিটেড নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর (বন্ড লাইসেন্স নং-০১/কাস-পিবিডব্লিউ/আখাউড়া/২০১৫, তাং ০১-০৭-১৫) অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নিম্নে বর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা হলো :

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
০১.	সিগারেট, সিগার ও টোব্যাকো	৬৬,৯৪০.০০
০২.	লিকার ও অন্যান্য ড্রিংকস্ (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে)	৬২,০০০.০০
০৩.	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ সামগ্রী	৩৩,০০০.০০
০৪.	কনফেকশনারী, ইলেকট্রনিক্স, গিফট আইটেম, জুয়েলারী ও নন অ্যালকোহলিক বেভারেজ	৩৮,০০০.০০
	সর্বমোট =	১,৯৯,৯৪০.০০

তারিখ : ১৯ পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ০১/২০১৭/শুল্ক/৪৬৬।—The Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় স্থাপিত মেসার্স ফু-ওয়াং বোলিং এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর (বন্ড লাইসেন্স নং ১৪৭০/কাস-এসবিডব্লিউ/২০১৩, তাং ১৬-০১-১৩) অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে নিম্নে বর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা হলো :

ক্রমিক নং	আমদানিতব্য পণ্যের বিবরণ	আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
০১.	টোব্যাকো	১,৮০,০০০.০০
০২.	লিকার	১,০০,০০০.০০
০৩.	ফুড	১১,০০০.০০
০৪.	পারফিউম, টয়লেট্রিজ এন্ড মেকাপ প্রিপারেশন	৪,৫০০.০০
	মোট =	**২,৯৫,৫০০.০০**

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

এ. এফ. এম. শাহরিয়ার মোল্লা
সদস্য (শুল্কঃ রপ্তানি, বন্ড ও আইটি)।

কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-১ শাখা

তারিখ : ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপনসমূহ

নং ১২.০০.০০০০.০৫২.২৭.০৯০.১৬.১০৮৫—যেহেতু বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারভুক্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা জনাব মোঃ ফারুক হোসাইন (পরিচিতি নং-২৪২৮), উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, জৈন্তাপুর, সিলেট (প্রাক্তন মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার, সিলেট ও প্রাক্তন প্রশিক্ষক, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শেরপুর) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (misconduct)" এর অভিযোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ০৩ মে ২০১৬ তারিখের ১২.০৫২.০২৭.০০.০০.০৯০.২০১৬-৪১৬ সংখ্যক স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করতঃ (মামলা নং-০৩/২০১৬) অভিযোগনামা (১ম কারণ দর্শানো নোটিশ) ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের প্রেক্ষিতে তাঁর লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করলে গত ১৪ জুন ২০১৬ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং শুনানীঅন্তে বর্ণিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে গুরুদণ্ড প্রদানের যথেষ্ট উপাদান থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) মতে এ বিভাগীয় মামলার পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন উপসচিব (বর্তমানে যুগ্ম-সচিব) জনাব বলাই কৃষ্ণ হাজরাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ ফারুক হোসাইন (পরিচিতি নং-২৪২৮) গত ২৪ আগস্ট, ২০১৫ থেকে ১৮ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৮৭ (সাতাশি) দিন বিনানুমতিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ/নির্দেশ অমান্য করে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন এবং সচেতনতার সাথে ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য গোপন করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, যা তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর এ ধরনের আচরণ অত্যন্ত গর্হিত ও গুরুতর অপরাধ এবং 'অসদাচরণ' এর আওতাভুক্ত। অতএব তাঁকে "অসদাচরণ (misconduct)" এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(ই) মোতাবেক তাঁর মূল বেতন টাইম স্কেলের নিম্নধাপে (lower stage) নামিয়ে দেয়ার লঘুদণ্ড প্রদান এবং কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির কারণে তাঁর অনুকূলে ২৪ আগস্ট ২০১৫ হতে ১৮ নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত মোট ৮৭ (সাতাশি) দিন বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ ফারুক হোসাইন (পরিচিতি নং-২৪২৮), উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, জৈন্তাপুর, সিলেট (প্রাক্তন মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার, সিলেট ও প্রাক্তন প্রশিক্ষক, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শেরপুর) কে "অসদাচরণ (misconduct)" এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(ই) মোতাবেক জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ৭ম গ্রেডে তাঁর মূল বেতন টাকা ৩৩৫৮০/- হতে সর্বনিম্ন ধাপ টাকা ২৯০০০/- এ ০২ (দুই) বছরের জন্য অবনমিত করার লঘুদণ্ড (reduction from current stage in the time scale Tk. 33580/- to the lowest stage of the time scale Tk. 29000/- for two years) প্রদান করা হলো। ০২(দুই) বছরের দণ্ড ভোগ শেষে তিনি বেতনস্কেলের বর্তমান ধাপে অর্থাৎ টাকা ৩৩৫৮০/- এ প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না। তাছাড়া ২৪ আগস্ট ২০১৫ হতে ১৮ নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির জন্য মোট ৮৭ (সাতাশি) দিন বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ১২.০০.০০০০.০৫২.২৭.০৮৯.১৬.১০৮৬—যেহেতু কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মিঞা, সংগনিরোধ রোগতত্ত্ববিদ, উপপরিচালকের কার্যালয়, ডিএই, বাগেরহাট (প্রাক্তন সংগনিরোধ রোগতত্ত্ববিদ, উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, সমুদ্র বন্দর, চট্টগ্রাম) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ০৬ অক্টোবর ২০১৫ তারিখের ১২.০৫২.০২৭.০০.০০.০৮৯.২০১৫-১১৬৯ সংখ্যক স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করতঃ (মামলা নং-০৩/২০১৫) অভিযোগনামা (১ম কারণ দর্শানো নোটিশ) ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের প্রেক্ষিতে তাঁর লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করলে গত ১৮ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং শুনানীঅন্তে বর্ণিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে গুরুদণ্ড প্রদানের যথেষ্ট উপাদান থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) মতে এ বিভাগীয় মামলার পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-২ (সেবা) অধিশাখার উপসচিব জনাব কে এম আবদুল ওয়াদুদ কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) মতে যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মিঞা কর্তৃক কাঁচাতুলা আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান মেসার্স জমজম স্পিনিং মিলের ছাড়পত্র প্রদানের দাখিলকৃত ১২-০৭-২০১৫ তারিখের আবেদনের তারিখ ঘষামাজা করে ০৮-০৭-২০১৫ হিসেবে পরিবর্তনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে, যা অত্যন্ত গর্হিত ও গুরুতর অপরাধ এবং 'অসদাচরণ' এর আওতাভুক্ত। তবে এ কৃতকর্মের মাধ্যমে তাঁর আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান না হওয়ায় তাঁকে "অসদাচরণ (misconduct)" এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(ই) মোতাবেক তাঁর মূল বেতন টাইম স্কেলের নিম্নধাপে (lower stage) ০২(দুই) বছরের জন্য নামিয়ে দেয়ার লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মিঞা, সংগনিরোধ রোগতত্ত্ববিধ, উপপরিচালকের কার্যালয়, ডিএই, বাগেরহাট (প্রাক্তন সংগনিরোধ রোগতত্ত্ববিদ, উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, সমুদ্র বন্দর, চট্টগ্রাম) কে "অসদাচরণ (misconduct)" এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(ই) মোতাবেক জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ৯ম গ্রেডে তাঁর মূল বেতন টাকা ৩২৫৪০/- হতে সর্বনিম্ন ধাপ টাকা ২২০০০/- এ ০২ (দুই) বছরের জন্য অবনমিত করার লঘুদণ্ড (reduction from current stage in the time scale Tk. 32540/- to the lowest stage of the time scale Tk. 22000/- for two years) প্রদান করা হলো। ০২(দুই) বছরের দণ্ড ভোগ শেষে তিনি বেতনস্কেলের বর্তমান ধাপে অর্থাৎ টাকা ৩২৫৪০/- এ প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্
সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৮ জানুয়ারি ২০১৭

নং ৩২.০০০.০০০০.০৫৭.০৬.০০৪.১৪.০৩—অনুমোদিত "শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি" ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ-১২.২ এর আলোকে নিম্নোক্তভাবে জাতীয় ইসিসিডি (Early Childhood Care and Development) সমন্বয় কমিটি গঠন করা হলো ঃ

সভাপতি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রতিনিধি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রতিনিধি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রতিনিধি, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রতিনিধি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রতিনিধি, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রতিনিধি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রতিনিধি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রতিনিধি, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রতিনিধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রতিনিধি, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রতিনিধি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

যুগ্ম প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা।

উপ-প্রধান (পরিকল্পনা), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহন পুল ভবন, ঢাকা।

প্রতিনিধি, ইউনিসেফ, বাংলাদেশ, ঢাকা।

চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্ক, নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

যুগ্ম-সচিব (শিশু), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

জাতীয় ইসিসিডি সমন্বয় কমিটির কর্মপরিধি ঃ

- প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD)-এর সভায় ইসিসিডি (ECCD)-কে এজেন্ডা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।
- নীতি বাস্তবায়নের জন্য নারী ও শিশু উন্নয়ন পরিষদের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনার ব্যাপারে সুপারিশ প্রদান করা।
- শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পদক্ষেপ, কার্যক্রম ও কৌশলের ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করা।
- নীতি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগসহ বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে কারিগরি পরামর্শ দেয়ার জন্য যোগ্য ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় ইসিসিডি কারিগরি কমিটি গঠন এবং কমিটির খসড়া, কর্মপরিধি ও রূপরেখা প্রণয়ন করা।
- জাতীয় ইসিসিডি কারিগরি কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত বিভিন্ন সুপারিশ ও চাহিদা পর্যালোচনা করে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

- জাতীয় ইসিসিডি কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন ও সুপারিশ পর্যালোচনা করে তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ইসিসিডি বিষয়ক জাতীয় প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আইএনজিও/এনজিও/সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে সদস্য কো-অপট করা। শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতির সার্বিক সমন্বয় ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত কমিটি বছরে কমপক্ষে দু'বার এবং প্রয়োজনানুযায়ী অধিকবার সভায় মিলিত হবেন।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রায়না আহমদ
উপসচিব (উঃ-২)

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

আদেশাবলী

তারিখ : ১৯ পৌষ ১৪২৩/০২ জানুয়ারি ২০১৭

নং ৩৮০০.০০০০.০০৪.০৪.০১৯.১৬-১—যেহেতু, জনাব মোঃ এরশাদুল হক, ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, মিঠাপুকুর, রংপুর (প্রাক্তন ইন্সট্রাক্টর, বদরগঞ্জ, রংপুর)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি ও কাগজপত্রে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের স্বপক্ষে যথাযথ প্রমাণাদি না থাকায় তাকে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ এরশাদুল হক, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, ইন্সট্রাক্টর, মিঠাপুকুর, রংপুর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং ৩৮০০.০০০০.০০৪.০৪.০১৬.১৬-২—যেহেতু, জনাব মাহবুব জামান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ (সাবেক উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল)-এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের স্বপক্ষে যথাযথ প্রমাণাদি না থাকায় তাকে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মাহবুব জামান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বিদ্যালয়-১ অধিশাখা

অফিস আদেশ

তারিখ : ১২ পৌষ ১৪২৩/২৬ ডিসেম্বর ২০১৬

নং ৩৮.০০৭.০১৫.০০০.১৫.০০.২০১৩.৪১৮—প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিগ্রহণ আইন, ১৯৭৪ এর ৩(১) ধারার অধীনে প্রণীত অধিগ্রহণকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক (চাকুরী শর্তাদি নির্ধারণ) বিধিমালা-২০১৩ এর বিধি-৪ এর উপবিধি (১) এ প্রদত্ত কর্তৃত্ববলে স্মারক নং ৩৮.০০৭.০১৫.০০০.১৫.০০.২০১৩.৪০৮ তারিখ ০১ ডিসেম্বর ২০১৬ এর মাধ্যমে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হলে কোহিনুর আক্তার স্বামী-নবী হোসেন, সাকিন-চরহাজিপুর, থানা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে স্মারক এর ক্রমিক নং ১৩৮ এ সিনিয়র জজ হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ সিডি নং ২৮৫৮-হোঃ তারিখ ১৪ জুন ২০১৬ এর মাধ্যমে জানা যায় ক্রমিক নং ১৩৮ এ উল্লিখিত শিক্ষিকাগণের বিরুদ্ধে ১৭-৯-১৪ ইং তারিখ হতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ থাকায় স্মারক নং ৩৮.০০৭.০১৫.০০০.১৫.০০.২০১৩.৪০৮ তারিখ ০১ ডিসেম্বর ২০১৬ এর ক্রমিক নং ১৩৮ বাতিল করা হল।

গোপাল চন্দ্র দাস
উপসচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০৫ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৬.০৮২.০২৪.০৭.১১.০৪২.২০১০(অংশ-৩)/০২—পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ০৯-০২-২০১৬ তারিখের ২০.৮০৪.০২২.০০.০০৬.২০১০/০৪ নং পরিপত্র অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠু ও যথাযথ বাস্তবায়নে যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের নিমিত্ত নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো ঃ

সভাপতি

১।	সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২।	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রধান
৩।	যুগ্ম-প্রধান, শিল্প মন্ত্রণালয়
৪।	পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি
৫।	আইএমই বিভাগের প্রতিনিধি
৬।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি
৭।	অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি
৮।	ইআরডি'র প্রতিনিধি*

সদস্য-সচিব

৯।	উপ-প্রধান, শিল্প মন্ত্রণালয়

*বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(ক) কমিটি প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি বা তদূর্দ্ধ (সরকারী অর্থায়নে বিনিয়োগ/কারিগরী সহায়তা ও নিজস্ব অর্থায়ন) হলে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক সংযুক্ত ছক অনুযায়ী পেশকৃত ন্যূনতম ৩ জন সম্ভাব্য প্রকল্প পরিচালকের বৃত্তান্ত বিবেচনা করবে।

(খ) কমিটি প্রকল্প পরিচালক নির্বাচনের জন্য মানদণ্ড (যেমন- শিক্ষাগত যোগ্যতা, কর্ম অভিজ্ঞতা, প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) বিবেচনা করবে।

(গ) কমিটি পরিপত্রের বিধানাবলীর আলোকে পূর্ববর্তী উপ-অনুচ্ছেদ 'খ' তে বর্ণিত মানদন্ড এবং সম্ভাব্য প্রকল্প পরিচালকদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের সুপারিশ করবে।

(ঘ) ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার নিম্নে প্রকল্প পরিচালক (পূর্ণকালীন/খণ্ডকালীন) নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনার জন্য প্রয়োজনে এ কমিটির সহায়তা গ্রহণ করতে পারে।

(ঙ) প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত যেসব কর্মকর্তার চাকুরীর মেয়াদ থাকবে না, সেসব কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না।

(চ) জনস্বার্থে একান্ত অপরিহার্য না হলে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে নিয়োজিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ কর্মকর্তা/প্রকল্প পরিচালককে অন্যত্র বদলী পরিহার করতে হবে। তবে পদোন্নতি অথবা শাস্তিপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না। পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে প্রকল্প সমাপণ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালকের পদে বহাল রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

(ছ) কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(জ) সংশ্লিষ্ট শাখা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ নাজমুল হক
সহকারী প্রধান।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ জানুয়ারি ২০১৭

নং ২৬.০০.০০০০.০৮৮.২৮.০০৫.১১/২৬৮—আদিষ্ট হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০ জুলাই ২০১৬ তারিখের ৫.০০.০০০০. ১৬০.১৫.০১২.১৬-১১৫ নং এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৯-১০-২০১৬ তারিখের ০৭.১৫৫.০১৫.২৬.০৪.০০১.২০০২/৬২৮ নং পত্রের আলোকে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের টিওএন্ডইতে ০১ (এক) টি জীপ গাড়ী এবং ০১ (এক) টি মাইক্রোবাস অন্তর্ভুক্তকরণে নির্দেশক্রমে মঞ্জুরি প্রদান করা হলো।

নাজমুল হক
সহকারি সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ নভেম্বর ২০১৬

নং ২৬.০০.০০০০.০৮৮.২৮.০০৫.১১/২৫৭—আদিষ্ট হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের ৫.০০. ০০০০.১৬০.১৫.০১২.১৬-১৫৬ নং এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৩-১১-২০১৬ তারিখের ০৭.১৫৫.০১৫.২৬.০৪.০০১.২০০২/৭২ নং পত্রের আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের টিওএন্ডইতে নিম্নবর্ণিত অফিস সরঞ্জামাদি অন্তর্ভুক্তকরণে নির্দেশক্রমে মঞ্জুরি প্রদান করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	অফিস সরঞ্জামাদির নাম	সম্মতিকৃত সংখ্যা
১	কম্পিউটার	৬৫ টি
২	প্রিন্টার	১২ টি
৩	স্ক্যানার	২১ টি
৪	ইউপিএস	৬৫ টি
৫	মোট =	১৬৩ টি

নূরজাহান খানম
সিনিয়র সহকারি সচিব।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

অফিস আদেশ

তারিখ : ০৫ ডিসেম্বর ২০১৬

নং পম/লিএ/বিওশৃ/বিমা-০৬/২০১৫/২০১৬/৭৪৩—যেহেতু জনাম মোহাম্মদ বশির উদ্দীন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩, (বি) ও (সি) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও ডিজারশনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে অত্র মন্ত্রণালয়ের গত ০৭-১০-২০১৫ তারিখের স্মারক নং-পম/লিএ/বিওশৃ/বিমা ০৬/ ২০১৫/ ৫৭০ মূলে কৈফিয়ৎ তলব (প্রথম কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি) করা হয়; এবং

যেহেতু নোটিশটি যথারীতি জারির পর জনাব মোহাম্মদ বশির উদ্দীন কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেননি এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক কিনা তাও জানাননি; এবং

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ বশির উদ্দীন এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য সহকারী সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হলে তদন্তকারী কর্মকর্তা বিস্তারিত তদন্ত-অন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩, (বি) ও (সি) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও ডিজারশনের অভিযোগ সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় মর্মে ১৬ মে ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন; এবং

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ বশির উদ্দীন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩, (বি) ও (সি) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও ডিজারশনের অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি-৪, উপবিধি-(৩) (ডি) অনুযায়ী ডিজারশনের অভিযোগে চাকুরি হতে বরখাস্ত করণের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উক্ত দণ্ড কেন আরোপ করা হবে না তার কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য অত্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-পম/লিএ/বিওশৃ/বিমা-০৬/২০১৫/২০১৬/৬৬১, তারিখ : ১৯-০৫-২০১৬ খ্রিঃ মূলে তার বরাবরে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ বশির উদ্দীন বিরুদ্ধে জারীকৃত দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশটি 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'দৈনিক জনকণ্ঠ' পত্রিকায় যথাক্রমে ২১-০৫-২০১৬ ও ২০-০৫-২০১৬ প্রকাশিত হওয়ার পরও আপনি কোনো জবাব প্রদান করেননি; এবং

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ বশির উদ্দীন সরকারী চাকুরী হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করেছে; এক্ষণে,

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ বশির উদ্দীন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩ (বি) ও (সি) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও ডিজারশনের অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি-৪, উপবিধি-(৩) (ডি) অনুযায়ী 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' (Dismissal from service) দণ্ড প্রদান করা হ'ল।

মোঃ শহীদুল হক
পররাষ্ট্র সচিব।

[একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
চিকিৎসা শিক্ষা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ ডিসেম্বর ২০১৬

নং স্বাপকম/চিশি-২/বেসমেক ও ডেকহা-০১/২০১৬/৬১৭— গত ১৬-১১-২০১৬ইং তারিখে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজ/আইএইচটি/ম্যাটস প্রতিষ্ঠা, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, নবায়ন, কোর্স অনুমোদন ইত্যাদি সংক্রান্ত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বেসরকারি সাভার হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বি-৩১/এ, রাঢ়ীবাড়ী, আমতলা, জালেশ্বর, সোবাহানবাগ, সাভার-এর বিষয়ে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড এর সুপারিশ বিবেচনায় নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের অন্তর্বর্তীকালীন অনুমতি প্রদান করা হলো ঃ—

শর্তসমূহ ঃ

(১) আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের নামে রেজিষ্ট্রিকৃত নিজস্ব জমিটি বিক্রয় করতঃ শহরের ভিতরে উপযুক্ত পরিবেশে ও উন্নত স্থানে কমপক্ষে ৫০০০ বর্গফুটের ফ্লোর/স্পেস ক্রয় করে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে এবং পরিপূর্ণভাবে আউটডোর, ইনডোর ও ল্যাবরেটরী স্থাপনসহ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(২) সরকার কর্তৃক জারীকৃত "দি বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স-১৯৮৩" ও "বোর্ড রেগুলেশন-১৯৮৫" এর বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক কলেজ ও হাসপাতালটি পরিচালনা করতে হবে।

(৩) বোর্ড কর্তৃক সংশোধিত ও অনুমোদিত নিয়োগবিধি, বেতন-স্কেল ও পদসংখ্যা অনুসরণপূর্বক জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি দিতে হবে।

(৪) সময়ে সময়ে বোর্ড ও সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন ও অনুসরণ করতে হবে।

(৫) প্রতিষ্ঠানটি বোর্ড ও সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্তির ০৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে সরকার/বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কোন প্রকার বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবে না।

(৬) প্রাথমিক স্বীকৃতি ০৩(তিন) বছর অন্তর্বর্তীকালীন স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচ্য হবে। কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠান নীতিমালা-২০০৪ ও সরকার/বোর্ড প্রদত্ত শর্তাবলী/নিয়মাবলী/নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে সময়ে সময়ে পরিদর্শন, বোর্ড বা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রতিবেদন সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে কলেজ ও হাসপাতাল স্বীকৃতি স্থায়ী করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বদরুন নাহার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ ডিসেম্বর ২০১৬

নং স্বাপকম/চিশি-২/বেসমেক ও ডেকহা-০১/২০১৬/৬১৮— গত ১৬-১১-২০১৬ইং তারিখে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজ/আইএইচটি/ম্যাটস প্রতিষ্ঠা, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, নবায়ন, কোর্স অনুমোদন ইত্যাদি সংক্রান্ত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বেসরকারি ফেনী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, পাঠান বাড়ী রোড, ফেনী সদর, ফেনী-এর বিষয়ে বাংলাদেশ হোওিপ্যাথি বোর্ড এর সুপারিশ বিবেচনায় নিম্নাক্ত শর্ত সাপেক্ষে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের অন্তবর্তীকালীন অনুমতি প্রদান করা হলো ঃ—

শর্তসমূহ ঃ

(১) আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বর্তমান নির্মিতব্য ১০(দশ) তলা ভবনের ১ম থেকে ৩য় তলা পর্যন্ত সর্বমোট কম-বেশী ১০(দশ) হাজার বর্গফুট জায়গা প্রতিষ্ঠানের নামে রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল মূলে স্থাপন, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(২) সরকার কর্তৃক জারিকৃত "দি বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স-১৯৮৩" ও "বোর্ড রেগুলেশন-১৯৮৫" এর বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক কলেজ ও হাসপাতালটি পরিচালনা করতে হবে।

(৩) বোর্ড কর্তৃক সংশোধিত ও অনুমোদিত নিয়োগবিধি, বেতন-স্কেল ও পদসংখ্যা অনুসরণপূর্বক জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি দিতে হবে।

(৪) সময়ে সময়ে বোর্ড ও সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন ও অনুসরণ করতে হবে।

(৫) প্রতিষ্ঠানটি বোর্ড ও সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্তির ০৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে সরকার/বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কোন প্রকার বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবে না।

(৬) প্রাথমিক স্বীকৃতির ০৩ (তিন) বছর অন্তর্বর্তীকালীন স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচ্য হবে। কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার নীতিমালা-২০০৪ ও সরকার/বোর্ড প্রদত্ত শর্তাবলী/নিয়মাবলী/নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে সময়ে সময়ে পরিদর্শন, বোর্ড বা সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রতিবেদন সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে কলেজ ও হাসপাতাল স্বীকৃতি স্থায়ী করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বদরুন নাহার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-০২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৭.০৩২.০০৬.৬১.০১.০২৪.২০১৫-১২—সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন, সংশোধিত-২০০২ ও ২০১৩ সনের ২৯ নং আইন ও ১নং আইন) এর ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে বিসিএস (প্রশাসন) কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-কে উহার বিলুপ্তকৃত নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ বিষয়ে উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর উপধারা (৪) হইতে নিম্নবর্ণিত শর্তে অব্যাহতি প্রদান করিল ঃ

শর্তাবলী ঃ

(ক) বর্ণিত সমিতির ব্যবস্থাপনায় গত ২৬-০৪-২০১৩ তারিখে নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি বহাল থাকিবে;

(খ) বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ আগামী ৩১-১২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বহাল থাকিবে এবং উক্ত কমিটির কার্যকারিতা গত ২৬-০৪-২০১৬ খ্রিঃ হইতে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(গ) বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা কমিটি বর্ধিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করে নূতন ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসরীন আক্তার চৌধুরী
যুগ্ম-সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ ফাল্গুন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০৭ মার্চ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৮.০০.০০০০.০০১.২২.০১১.১৫-৪১৬—উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন, ২০১৪ এর ধারা ১৬(১) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে "উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড" (Non-Formal Education Board) গঠন করা হলো :

চেয়ারম্যান

১। মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (পদাধিকারবলে)

সদস্যবৃন্দ

২। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) (পদাধিকারবলে)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

৩। ড. সোয়াইব আহমেদ
অধ্যাপক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

৪। ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম তালুকদার
পরিচালক (প্রশিক্ষণ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

৫। জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন
পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৬। জনাব আ. ন. ম সালাহ উদ্দিন খাঁন
পরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

৭। রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (পদাধিকারবলে)

৮। অধ্যক্ষ
জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

৯। জনাব জায়েদুল হক মোল্লা
অতিরিক্ত সচিব, লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার

১০। জনাব ম, আব্দুস সামাদ
সাবেক যুগ্ম সচিব ও পরিচালক (পরিকল্পনা ও মনিটরিং),
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

১১। জনাব নাজমুল হক
অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১২। জনাব জয়ন্ত অধিকারী
চেয়ারপারসন, এডাব, বেসরকারি সংগঠনসমূহের প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

১৩। সচিব, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড (সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্তে নিযুক্ত হবে)।

২। (ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-এর ১৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঞ) ও (ট) এর অর্থাৎ ৯-১২ এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাহার মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবে।

(খ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-এর ১৬ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত মনোনীত কোন সদস্য চেয়ারম্যান এর নিকট লিখিত স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসরিন জাহান
উপসচিব (প্রশাসন-১)।